প্রথম আলো

তারিখ 14 JUL 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বোর্ডের ওয়েবসাইটে জাল নম্বরপত্র!

নিজস্ব প্রতিবেদক, মানিকগঞ্জ ●

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার সৈয়দ কালুশাহ্ ডিগ্রি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুজনের নম্বর ও প্রশংসাপত্র জাল শনাক্ত হয়েছে। ওই দুই শিক্ষার্থী এ বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়ে বলেছে, তারা কখনো দাখিল বা এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়নি, কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে তাদের নম্বর ও প্রশংসাপত্র রয়েছে।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার মাজুটিয়া গ্রামের মো. ছাব্বির হোসাইন ও মো. নাজমুল হোসাইন এ বছর মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার সৈয়দ কালুশাহ্ ডিগ্রি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল। প্রশংসা ও নম্বরপত্র অনুযায়ী ছাব্বির নাগরপুরের ধুবুরিয়া আলিফ উদ্দিন ফাজিল মাদ্রাসা এবং নাজমুল একই উপজেলার মুশুরিয়া দাখিল মাদ্রাসার ছাত্র। কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছয় শতাধিক শিক্ষার্থীর নম্বর ও প্রশংসাপত্র যাচাই-বাছাইকালে ছাব্বির ও নাজমুলের প্রশংসা ও নম্বরপত্র জাল বলে প্রতীয়মান হয়। আসল নম্বরপত্রে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের স্বাক্ষরের সঙ্গে ওই দুটি নম্বরপত্রের স্বাক্ষরের মিল নেই। এ ছাড়া নম্বরপত্রের ক্রমিকও সঠিক নয়।

> বিষয়টি ফাঁস হওয়ার পর ছাব্বির ও নাজমুল স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলেছে, কলেজে ভর্তির সময় দেওয়া প্রশংসা ও নম্বরপত্র সঠিক নয়

অথচ মাদ্রাসা বোর্ডের ওয়েবসাইটে ছাব্বির ও নাজমুলের নম্বরপত্র রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ওয়েবসাইটে পাওয়া তথ্যানুযায়ী ছাব্বির হোসেন ২০১০ সালে জিপিএ ৪.০৬ পেয়ে এবং নাজমুল হোসাইন জিপিএ ৩.০০ নম্বর পেয়ে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ২০০৯ সালে। নম্বরপত্রে ইংরেজীতে ছাব্বির হোসাইনের হোসাইন লেখা হয়েছে-HOSSAIN এবং নাজমল হোসাইনের হোসাইন লেখা হয়েছে HOSAIN।

কলেজের ভর্তি কমিটির সদস্য গনেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, নম্বরপত্র জালের বিষয়টি ফাঁস হওয়ার পর ছাব্বির ও নাজমুল লিখিতভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়ে বলেছে, 'ভর্তির সময় আবেদনপত্রের সঙ্গে দেওয়া আমাদের প্রশংসা ও নম্বরপত্র সঠিক নয়। ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে মুশুরিয়া দাখিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মো. হজরত আলী এবং মাজুটিয়া গ্রামের মনির হোসেনের কাছ থেকে এসব সংগ্রহ করেছি। আমরা কখনো এসএসসি বা দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিনি।'

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য মাদ্রাসায় গিয়ে অধ্যক্ষ মো. হজরত আলীকে পাওয়া যায়নি। মাজুটিয়া গ্রামের মনির হোসেনও এলাকায় ছিলেন না। ওই এলাকার লোকজন জানিয়েছে, ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর থেকে ওই দুজন আত্মগোপনে রয়েছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ রোববার ছাব্বির ও নাজমুলকে সাটুরিয়া থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. জাহিরুল হক খান ওই দিনই থানায় একটি মামলা করেন। এতে তাদের সঙ্গে ওই কলেজে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র নাগরপুরের পাকুটিয়া গ্রামের এ টি এম আমীর হামজাকে আসামি করা হয়েছে। এই মামলায় তিনজনকে একদিনের পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও সাটুরিয়া থানার উপপরিদর্শক নজরুল ইসলাম বলেন, রিমান্ডে তারা টাকার বিনিময়ে জাল নম্বরপত্র সংগ্রহের কথা অস্বীকার করেছে। তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রবেশপত্র দেখাতে পারেনি।

মাদ্রাসা বোর্ডের ওয়েবসাইটে নম্বরপত্র থাকার বিষয়ে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. জাহিরুল হক খান বলেন, হয় নাজমুল ও ছাব্বির ভুয়া পরিচয় দিয়েছে অথবা মাদ্রাসা বোর্ডের কোনো অসাধু কর্মকর্তা এ কাজটি করেছেন।